১৫/৫/২০০৬ ২৪/৫/২০০৬ ২৪/৫/২০০৬ ২৫.৫.০৬

হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নং-(এম)২

মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনামা।

জেলা-কুমিল্লা,

মোকামঃ যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত, কুমিল্লা।

আদালতঃ বেগম অনিমা বালা সাহা, যুগ্ম জেলা জজ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪-৫-২০০৬ইং।

দেওয়ানী মামলা নং-০২/২০০৪

১। নুরুল ইসলাম গং বাদী বাদীগণ।

-বনাম-

১। আলী হোসেন গং বিবাদীগণ বিবাদীগণ।

অত্র দেওয়ানী মোকদ্দমাটি চূড়ান্ত শুনানীর তারিখ সমূহ হইতেছেঃ-৪-৫-২০০৬,

৭-৫-২০০৬, ৮-৫-২০০৬, ৯-৫-২০০৬, ১০-৫-২০০৬ইং।

উপস্থিতিতে-

১। বাবু শংকর কুমার সাহা এডভোকেট -বাদীপক্ষে

১। জনাব রফিকুল ইসলাম এডভোকেট বিবাদীগণপক্ষে।

এবং অদ্য অত্রাদালত বিবেচনার সাথে নিম্নরূপ রায় প্রদান করিতেছেনঃ-

রায়
=====

ইহা একটি স্বত্ব ঘোষনা সহ দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার প্রাথমিক ডিক্রী ও ফাইনাল ডিক্রী বাতিল ঘোষনা এবং ৩য় ও ৪র্থ তপছিলোক্ত দলিলাদি জাল, তঞ্চকী, ঘোষনার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

বাদীপক্ষের সংক্ষেপে নিবেদন এই যে, নালিশী তপছিলোক্ত সম্পত্তি বছর উদ্দিন ও নছর উদ্দিন সহোদর ভ্রাতা ২৭-৩-১৯১৩ ইং সনে সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী বরাবরে এক কবুলিয়ত প্রদান করেন, নালিশী ভূমিতে খাজনাদি আদায়ে মালিক দখলকার বিদ্যমান আছে। নালিশী ভূমির অন্যতম অংশীদার আমিন উদ্দিন সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী হইতে বিগত ২৭-৩-১৯১৩ ইং সনে ।।৫ গন্ডা ভূমি কবুলিয়ত প্রদানে মালিক দখলকার বিদ্যমান হন। বছর উদ্দিন ১ স্ত্রী বিদ্যমানে পরলোক গমন করিলে উক্ত স্ত্রী ও ভ্রাতা নছর উদ্দিন হারাহারি মতে মালিক দখলকার বিদ্যমান হন। তারপর বছর উদ্দিন স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ ১-৪ নং বাদীর পিতার নিকট বিক্রী করে। তৎপর নছর উদ্দিন ৬-৮ নং মোকাবেলা বিবাদীর পূর্বাধিকারী মীর হোসেনকে
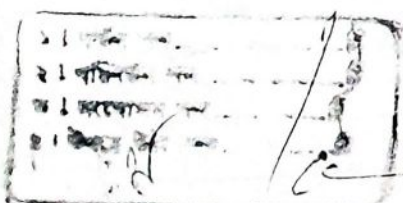
মীর হোসেনকে ৪ পুত্র ৯/১০ নং মোকাবিলা বিবাদীগণকে ২ কন্যা ও ১৮ নং বিবাদীকে

১ স্ত্রী ওয়ারিশ বিদ্যমানে মোকাবুরিত হয়। ৬-১৬ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ নছর

উদ্দিনের ওয়ারিশ সূত্রে ৵১২।। গন্ডা ভূমিতে মালিক দখলকার থাকিয়া বাদীগনের নিকট

বিভিন্ন কবলা মূলে বিক্রী করিয়া উক্তভূমি হইতে নিঃস্বত্ববান হন। নালিশী ভূমির অন্য তম

অংশীদার আমির উদ্দিন ।।৫ গন্ডা সম্পত্তিতে মালিক দখলকার থাকিয়া ১৭ নং বিবাদিনী

ও অধুনা মৃত কুলসুমকে ২য়া স্ত্রীর গর্ভজাত ২ কন্যা ওয়ারিশ বিদ্যমানে পরলোক গমন

করেন। আমির উদ্দিনের ৩য় স্ত্রীর গর্ভজাত অধুনা মৃত অলি মিয়া ও আলী আহমদ ২পুত্র

ও ফাতেমাকে ১ কন্যা ও জয়নব বিবিকে ১মা স্ত্রীর গর্ভজাত ১ কন্যা ওয়ারিশ বিদ্যমানে

পরলোক গমন করেন। আমির উদ্দিনের কন্যা এলেমজান বিবি নালিশী ভূমিতে পৈত্রিক ওয়ারিশ

সূত্রে হারাহারি মতে মালিক দখলকার বিদ্যমান থাকিয়া ৬নং বাদীর নিকট বিগত

৮-১-৭৬ইং তারিখের দলিল মূলে ১২ শতক এবং ৮-১-৭৬ইং তারিখের হেবানামা

দলিল মূলে দুই নাতি নুরুল হক ও আঃ বারিককে •৪৪ শতক দান করেন। অতঃপর নুরুল হক

ও আঃ বারিক এর পিতা সিরাজুল হক স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে ২২-১১-৭৯ইং
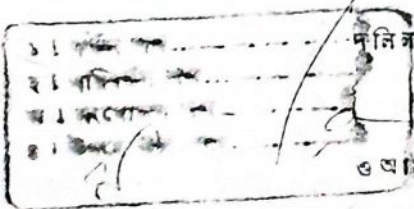
তারিখের ৪ টি রেজিঃ দলিল মূলে ১-৪ নং বাদীগনের নিকট বিক্রী করেন। ১-৪ নং বাদী ও ৬নং বাদী গণ এরেমজান হইতে খরিদ সূত্রে .৫৬ শতক ভূমিতে মালিক দখলকার বিদ্যমান আছে। আমিরুদ্দিনের কন্যা ফাতেমা বিবি মা, ভাই, ভগ্নি ও স্বামী নছর উদ্দিনের ত্যাজ্য বিত্তে মালিক দখলকার থাকিয়া ১-৪ নং বাদীগনের পূর্ববর্তী আলী হোসেন এর নিকট ৮-৫-৫০ ইং, ২-৬-৫৪ইং দলিল মূলে (৬+১২)=১৮ শতক ও ১-৪ নং বাদী গনের নিকট ৪-৪-৭৭ইং তারিখে দলিল মূলে ২০ শতক একুনে ৩৮ শতক এবং ২০-২-৭৬ইং তারিখের দলিল মূলে ৫ নং বাদীর নিকট ২০ শতক, ১১-০৩-৭৬ইং তারিখের দলিলে ৯-১১ নং বাদীর নিকট ১৬শতক, ৪-৪-৭৭ইং তারিখের দলিলে ৯-১১ নং বাদীর নিকট .০৫ শতক, ৪-৩-৭৬ইং তারিখের দলিলে ৮ নং বাদিনীর নিকট ১২ শতক এই ভাবে ১৮ নং বিবাদিনী একুনে মোট .৯১ শতক ভূমি বাদী গনের নিকট বিক্রী করিয়া দখল হস্তান্তর এক্ষে নিঃস্বত্ববান হন। ৬নং মোকাবিলা বিবাদী মাতার ওয়ারিশ সূত্রে ৪র্থ মুনসেফী আদালতের ৭২/৭৮ নং মোকদ্দমায় সোলে মূলে প্রাপ্ত ভূমি আন্দরে ২০ শতক ভূমি ১৬-২-৭৮ইং তারিখে দলিল মূলে ১-৪ নং বাদীগনের নিকট বিক্রী করেন, ১৩-১৫ নং বাদীগনের নিকট ২৬-১-৭৮ইং তারিখের রেজিঃ দলিল মূলে ২৬শতক,
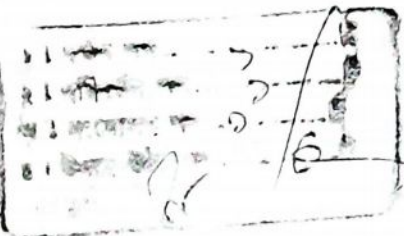
১৩-১৬ নং বাদীগনের নিকট ৪-১০-৭৭ইং তারিখের দলিল মূলে '১২ শতক ভূমি বিক্রী করেন। ১১-১৬নং মোকাবিলা বিবাদীগনের পূর্ববর্তী মীর হোসেন ওয়ারিশ ও দেং ৭২/৭৮ নং মোকদ্দমায় সোলে মূলে প্রাপ্ত ভূমি হইতে ৮ শতক ভূমি ৩১-৩-৭৭ইং তারিখের দলিল মূলে ১৩-১৬নং বাদীর নিকট, ৭নং মোকাবিলা বিবাদী ২০-৭-৭৮ ইং তারিখের দলিল মূলে '২৮ শতক ভূমি ১-৪নং বাদীর নিকট, ১৫-২-৭৯ইং তারিখের দলিল মূলে $১৯\frac{১}{২}$ শতক ভূমি ২ নং বাদীর নিকট ও একই তারিখের অপর দলিল মূলে $১১\frac{১}{২}$ শতক ভূমি ৪ নং বাদীর নিকট, একই তারিখের অপর ২ টি দলিল মূলে $১১\frac{১}{২}$ শতক করে ১/৩ নং বাদীর নিকট বিক্রী করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। বর্নিত মতে উক্ত ভূমিতে বাদীগণ খরিদা সূত্রে মালিক দখলকার বিদ্যমান আছে।

নজর উদ্দিনের পুত্র ৬-৮ নং বিবাদী ও মীর হোসেন নালিশী ভূমিতে ওয়ারিশ সূত্রে মালিক দখলকার থাকিয়া বিগত ৮-৫-৭২ইং তারিখের দুইটি দলিল মূলে ১/২ নং বাদীগনের নিকট $৩৫\frac{১}{২}$ শতক ৩/৪ নং বাদীগনের নিকট $৩৫\frac{১}{২}$ শতক, ১৮-৩-৭৬ ইং তারিখের দলিল মূলে ৬ নং বাদীর নিকট '০২ শতক, বিক্রী করে। ৭ নং মোকাবিলা
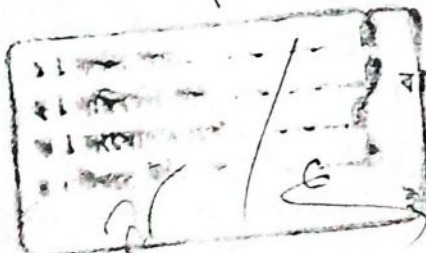
বিবাদী ৮-১-৭৬ইং তারিখের দলিল মূলে ৬নং বাদীর নিকট '০২ শতক, ৬/১২-১৭ নং মোকাবিলা বিবাদীগনের পূর্ববর্তী ২০-২-৭৬ইং তারিখের দলিল মূলে ঐ বাদীর নিকট '০৪ শতক ভূমি বিক্রী করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। আমির হোসেন তাহার নাবালক পুত্র আনোয়ার হোসেন এর স্বাভাবিক অভিভাবক হইয়া ২-১২-৭৮ইং তারিখের দলিল মূলে '১৯ শতক ভূমি ৭নং বাদীর দুই পুত্র আবুল কালাম ও আবুল হাসেম এর নিকট বিক্রী করেন। মীর হোসেন ১৩ নং মোকাবিলা বিবাদীর স্বাভাবিক অভিভাবক হইয়া ১২-২-৭৭ইং তারিখের দলিল মূলে ঐ বাদীর নাবালক পুত্রগনের নিকট '১০ শতক ভূমি বিক্রী করেন। মীর হোসেন ১০-২-৬৮ইং তারিখের দলিল মূলে '২০ শতক ভূমি ৭ নং বাদীর নিকট বিক্রী করিয়া নালিশী ভূমি হইতে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ববান হন। আমির উদ্দিনের কন্যা কুলছুমের ২ কন্যা ১৯/২০ নংমোকাবিলা বিবাদীগণ বিগত ১৮-৩-৭৬ইং তারিখের দলিল মূলে ১২শতক ভূমি ৫ নং বাদীর নিকট বিক্রী করেন।

বর্ণিত মতে ১-১৬ নং বাদীগণ, মজির উদ্দিন, বছর উদ্দিন ও আমিরদ্দিনের ওয়ারিশ হইতে বিভিন্ন তারিখের রেজিষ্টিকৃত সাফ কবলা দলিল মূলে ৫'৩০ শতক ভূমিতে দখলে বহু বছরের উর্দ্ধকাল যাবত ভোগ দখলকার আছেন। মূল বিবাদীগণ নালিশী ভূমি
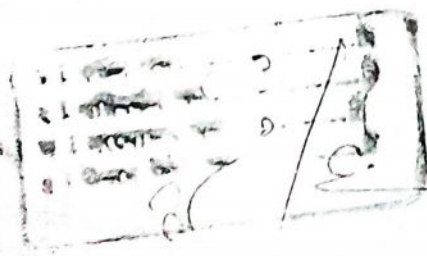
অন্যায়ভাবে গ্রাস বাদিনী ভূমি সম্পর্কে ১৭/১৮ নং মোকাবিলা বিবাদী হইতে দুইটি জাল দলিল সৃষ্টি করিয়া ৩য় সাবজজ আদালতে দেওয়ানী বন্টন ৭৮/৮১ ও ৪র্থ মুনসেফী আদালতে ৩০৫/৮১ নং নিষেধাজ্ঞার মামলা করে। যাহা বর্তমানে বিচারাধীন আছে। বাদীগণ উক্ত জাল কবলার বিষয় বিগত ২৮-১১-৮৪ইং তারিখে জানিতে পারিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

পক্ষান্তরে ১-৫ নং বিবাদীগণ বর্ণনা দাখিল করে বাদীপক্ষের দাবী অস্বীকার করে উল্লেখ করেন যে, আরজির 'ক' তপছিলে ৭নং খতিয়ানে ৩.৪০ শতক, 'খ' তপছিলে ৪৮ খতিয়ানে ১.৮১ শতক, ১২২ খতিয়ানে ২.২২ শতক, ভূমিতে আমির উদ্দিন মালিক দখলকার বিদ্যমান ছিল। আমির উদ্দিন মালিক দখলকার থাকা অবস্থায় কন্যা ১৮ নং বিবাদিনী ফাতেমা খাতুনকে নছর উদ্দিনের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘর জামাই হিসাবে নিজ বাড়ীতে নিয়া আসেন। নছর উদ্দিনের ভ্রাতা বছর উদ্দিনকে আমির উদ্দিন তাহার বাৎসরিক মুনি হিসাবে নিয়োগ করে। বছর উদ্দিন আমির উদ্দিনের বাৎসরিক মুনি হিসাবে আমির উদ্দিনের বাড়ীতে থাকিয়া তাহার হাল চষের কাজ করিত। আমির উদ্দিন জয়নব

বিবি, ও ১৭ নং বিবাদী এলেমজান, ও কুলসুম বিবিকে ৩ কন্যা, সবজান বিবিকে ৩ য় স্ত্রী ও তৎ গর্ভজাত অলি মিয়া ও আলী আহমদকে ২ পুত্র এবং ১৮ নং বিবাদিনীকে এক কন্যা ওয়ারিশ রাখিয়া মারা গেলে আমির উদ্দিনের ১ স্ত্রী, ২ পুত্র, ৪ কন্যাতাহার ত্যাজ্য বিত্তে ওয়ারিশ সূত্রে মালিক দখলকার হয়। মৃত্যুর পরেও নছর উদ্দিন তাহার স্ত্রীর সংসারে আমির উদ্দিনের বাড়ীতে আমির উদ্দিনের ৩ য় স্ত্রী সবজান, অলি মিয়া ও আলী আহমদ এর সহিত একত্রে থাকিয়া গিয়াছিল। আমির উদ্দিনের ত্যাজ্য ১ম তপছিলোক্ত ও অপরাপর বিত্তে তাহার স্ত্রী হিস্যায় /. আনা প্রত্যেক পুত্র হিস্যায় ৯১০ গন্ডা এবং প্রত্যেক কন্যা হিস্যা /১৬ গন্ডা অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমির উদ্দিনের স্ত্রী সবজান বিবি স্বামীর ওয়ারিশ সূত্রে ৵ আনা অংশে মালিক দখলকার বিদ্যমান থাকিয়া অলি মিয়া ও আলী আহাম্মদকে ২ পুত্র ও ১৮ নং বিবাদিনী-বিবি ফাতেমা খাতুনকে এক কন্যা ওয়ারিশ বর্তমানে মারা গেলে তাহারা তৎ ত্যাজ্য বিত্তে মালিক দখলকার হয়। আলী আহমদ পিতা, মাতার ওয়ারিশ সূত্রে একুনে ।৬ গন্ডা অংশে মালিক দখলকার বিদ্যমান থাকিয়া অলি মিয়াকে ভ্রাতা, ১৮ নং বিবাদিনীকে এক ভগ্নি ও ওজয়গন বিবিকে এক স্ত্রী ওয়ারিশ বিদ্যমানে মারা গেলে তাহারা তৎ ত্যাজ্য
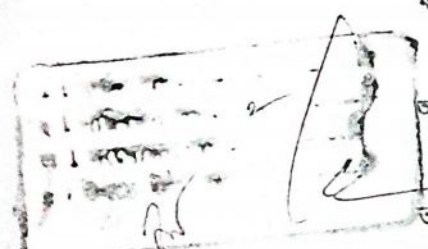
বিত্তে মালিক হইয়াছিল। অলি মিয়া পরে ১৮ নং বিবাদীকে এক তড়ি ওয়ারিশ বিদ্যমানে পরলোক গমন করেন। আমির উদ্দিনের কন্যা জয়নব এবং আলী আহাম্মদের স্ত্রী জয়গন বিবি তাহাদের অংশের ভূমি ১৮ নং বিবাদিনী বরাবরে নাদাবী দলিল দিয়া তাহারা জোতে নিঃস্বত্ববান হইয়াছেন। বর্ণিত মতে নালিশী জোতে ১৮নং বিবাদী ৴১০ শতক এবং ১৭ নং বিবাদী নি /১৫ শতক ভূমিতে মালিক দখলকার বিদ্যমান থাকিয়া ১৭/১৮ নং বিবাদীগণ একত্রে বিগত ১৪-১২-৬৮ইং তারিখের এক কিত্তা ছাপ কবলা দলিল মূলে ১.৪৫ শতক ভূমি ১/৪/৫ নং বিবাদীগণের নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করেন। তাহাছাড়া ১৮ নং বিবাদীঅপর এক ৩-৬-৬৯ইং তারিখের রেজিষ্টি দলিল মূলে ০.৬৭ শতক ভূমি ১-৩ নং বিবাদীগণের নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করেন। উপরোক্ত প্রকারে ১-৫নং বিবাদী নালিশী জোতে ৫.১২ শতক ভূমিতে খরিদ মূলে মালিক দখলকার বিদ্যমান হয় ও আছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৭/১৮ নং বিবাদীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কবলাদ্বয় চৌদ্দগ্রাম সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রি হইয়াছিল। উত্তরকালে বিবাদীগণ মূল দলিল হারাইয়া ফেলিলে দলিলের সইমুহুরী নকল গ্রহন করিয়াছিল, কিন্তু বিগত সংগ্রামের সময় চৌদ্দগ্রাম

এস,আর, অফিস এর নথি পত্র ও বালাম বই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উত্তরকারী বিবাদীগনের উপরোক্ত দলিলদ্বয় নকলের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া পড়ায় ১৭/১৮ নং বিবাদীগণ তাহাদের পূর্ব বিক্রী স্বীকারে বিগত ১৭-২-৮৩ইং তারিখে ১/৪/৫ নং বিবাদীগণ বরাবরে এক নাদাবী মুক্তিপত্র এবং ১৮ নং বিবাদিনী ১-৩ নং বিবাদীগণ বরাবরে ১৬-২-৮৩ইং তারিখে অপর এক নাদাবী মুক্তিপত্র সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন।

প্রাগ বর্ণিত মতে উত্তরকারী বিবাদীগণ খরিদ সূত্রে নালিশা জোতে ৫.১২ শতক ভূমিতে এক পৃথক ছাহামের প্রার্থনায় ৩য় সাবজজ আদালতে ৭৮/১৯৮১ নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় ১৭/১৮ নং বিবাদীগণ যথাক্রমে ১/২ নং বিবাদী ছিল। অত্র মামলার ৫/৬ নং বাদীগনের পিতা আলী মিয়া এবং ১৩-১৬ নং বাদীগনের পিতা আবদুল ছামাদ ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমায় যথাক্রমে ৮/১১ নং বিবাদী ছিল। দেং ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমা ৩০-৩-৮১ইং তারিখে দায়ের করা হইয়াছিল। এবং ৮/১১ নং বিবাদীগণ ঐ মোকদ্দমার বাদীগনের খরিদা দলিল বিগত ৭-৯-৮১ইং তারিখে তলব

করায় ঐ মোকদ্দমার বাদীগণ অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমার উত্তরকারী বিবাদীগণ তরদী দলিল দাখিল করার পর ঐ মোকদ্দমার ৮/১১ নং বিবাদীগণ পরবর্তীতে মোকদ্দমায় কোন বর্ণনা দাখিল করে নাই। অত্র মোকদ্দমায় ১-৪ নং বাদীগণ নালিশী জোতে খরিদ সূত্রে দখলকার থাকার দাবীতে দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমায় দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ১ অর্ডারের ১০ রুলের বিধান মতে পক্ষভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছিল কিন্তু তাহারা কাহার নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিল দরখাস্তে তাহা উল্লেখ করেন নাই এবং কথিত খরিদের কোন দলিল আদালতে দাখিল করেন নাই। তদাবস্থায় বিগত ২৭-৬-৮০ইং তারিখে ১-৪ নং বাদীগণের পক্ষভুক্তির দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। পক্ষভুক্তির দরখাস্ত নামঞ্জু-র হওয়ায় অত্র মামলার বাদীগণ নালিশী ভূমিতে প্রবেশ করিবে বলিয়া হুমকি দিলে উত্তর-কারী বিবাদীগণ ৪র্থ মুনসেফী আদালতে ৩০৫/১৯৮১ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করেন। ঐ মোকদ্দমায় বিবাদীগণ নালিশী বিত্তে খরিদ সূত্রে মালিক দখলকার দাবী করিলে আদালতে কোন দলিল দাখিল করেন নাই। ফলে আদালত উভয় পক্ষকে শুনানী অন্তে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অত্র মামলার বাদীগণের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ

জারী করেন। বাদীগণ ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার পূর্বের আদেশ সমুহ গোপন রাখিয়া দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১ অর্ডারের ১০ রুলের বিধান মতে মোকদ্দমায় পক্ষ হইবার জন্য দরখাস্ত দিলে মাননীয় আদালত তাহাদের খরিদের দাবীর সমর্থনে দলিল দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্বেও অত্র মামলায় বাদীগণ কোন দলিল দাখিল না করায় আদালত বিগত ১৪-৩-৮৪ইং তারিখে তাহাদের পক্ষভুক্তির দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। ১-৩ নং বাদীগণ ঐ আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ডিভিশনে ৫৮/১৯৮৪ নং রিভিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন উভয়পক্ষকে শুনানী অন্তে ৩-৬-৮৪ইং তারিখে রিভিশন নামঞ্জুর করেন। অত্র মামলার ১/৩-৭/৯/১৩-১৬ নং বাদীগণ ৪র্থ মুনসেফী আদালতের দেওয়ানী ৩০৫/৮১ নং মোকদ্দমায় বর্ণনা দাখিল করিয়াছিল উক্ত মোকদ্দমা ৫১৬/৮৩ নম্বরভুক্ত হইয়া বর্তমানে লাকসাম মুনসেফী আদালতে বিচারাধীন আছে। ৩য় সাবজজ আদালতের দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমা বিগত ২৬-৮-৮৪ইং তারিখে প্রাথমিক ডিক্রী হয়। প্রাথমিক ডিক্রীর মর্ম মতে ফাইনাল ডিক্রীর প্রসেস চলিতে থাকে; উক্ত ফাইনাল ডিক্রীর প্রসেস ঠেকাইতে না পারিয়া বাদীগণ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মোকদ্দমা
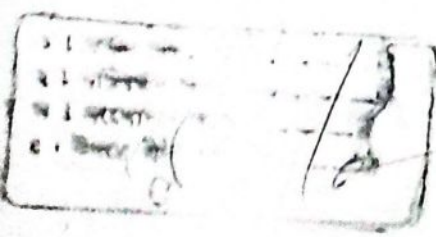
দায়ের করিয়াছে বিধায় বাদীপক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস করার প্রার্থনা করেন।

৫১/৫২/৫৪ নং বিবাদী পক্ষে লিখিত বর্ণনা দাখিল করে সংক্ষেপে নিবেদন করেন যে, আরজির ১ম(ক) তপছিলে বর্ণিত মান্দরী মৌজার ৭নং খতিয়ানের ৬'০৪ শতক, রহিপুর মৌজার তপছিলোক্ত ৪৮ নং খতিয়ানের ১৮১ শতক এবং জয়কামতা মৌজার ১২২ নং খতিয়ানের ২'২২ শতক ভূমিতে রায়তি স্বত্বে মালিক দখলকার ছিল আমির উদ্দিন। উক্ত ভূমি বাবদ চাকলা রোশনাবাদ জরিপে আমির উদ্দিনের নামে খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রচারিত হয়। আমির উদ্দিন উক্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার থাকিয়া সরকারকে খাজনাদি আদায় করিত। নালিশী ১ম তপছিলের ভূমিতে একক ভাবে আমির উদ্দিন মালিক দখলকার থাকা অবস্থায় ১৮ নং বিবাদিনী ফাতেমা খাতুনকে বছর উদ্দিনের নিকট বিবাহ দিয়া ঘর জামাই হিসাবে নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছিল। বছর উদ্দিন আমির উদ্দিনের বাৎসরিক মুনি হিসাবে কাজ করিত। তদাবস্থায় আমির উদ্দিন জয়নব বিবিকে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত ১ কন্যা ১৭ নং বিবাদিনী মেহেরজান ও কুলসুম বিবিকে মৃতা ২য় স্ত্রীর গর্ভজাত ২ কন্যা, সবজান বিবিকে ৩য় স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত অলি মিয়া ও আলী আহমদকে ২ পুত্র ১৮ নং বিবাদিনী ফাতেমা খাতুনকে ১ কন্যা অর্থাৎ আমির উদ্দিন ১ স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৪ কন্যা

ওয়ারিশ বিদ্যমানে মারা গেলে তৎত্যাজ্য বিত্তে তাহারা মালিক দখলকার বিদ্যমান হয়। কুলসুম বিবি তাহার প্রাপ্ত অংশে মালিক দখলকার থাকিয়া ২২ নং বিবাদী চান মিয়াকে এক পুত্র, আমিনা খাতুন, রাবিয়া খাতুন, হাজেরা খাতুনকে ৩ কন্যা ওয়ারিশ বিদ্যমানে মারা গেলে তাহারা মাতৃত্যাজ্য বিত্তে মালিক দখলকার থাকিয়া ২২নং বিবাদী চান্দ মিয়া তাহার প্রাপ্ত অংশে ১৭-৫-৮০ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কবলা দলিল মূলে ১২শতক ভূমি ৫১/৫২ নং বিবাদীগণ এর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করিলে ৫১/৫২ নং বিবাদীগণ খরিদ সূত্রে উক্ত ভূমিতে মালিক দখলকার হয় ও আছে। ৫১/৫২ নং বিবাদীগণ খরিদা ছাহাম প্রাপ্ত ভূমিতে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় ৫১ নং বিবাদী ফজলুল হক বিগত ২৩-১২-~~৮৫~~৯৫ইং তারিখের রেজিঃ সাফ কবলা দলিল মূলে ৪ শতক ভূমি ৫৪ নং বিবাদী মজিদ উদ্দিন আহাম্মদের নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করেন। বর্ণিত মতে উত্তরকারী ৫৪ নং বিবাদী খরিদ সূত্রে ৪ শতক ভূমিতে মালিক দখলকার আছে। বাদীগণের দাবী মিথ্যা। এমতাবস্থায় বাদীগণের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস হইবে।

নির্ধার্য বিষয়ঃ

বিচার্য বিষয়

১। বাদীপক্ষের নালিশের কোন কারন উপজাত হইয়াছে কি ?

২। অত্র মোকদ্দমা waiver, estoppel & acquisence দোষে

বারিত কি ?

৩। নালিশী ভূমিতে খরিদ সূত্রে বাদীপক্ষের স্বত্ব দখল আছে কি ?

৪। বাদীপক্ষ আর কি কি প্রতিকার পাইতে পারে।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত
==============

বিচার্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় তাহা বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য নওয়া হইল।

অত্র মোকদ্দমায় বাদীপক্ষে ৬জন, ১-৫নং বিবাদীপক্ষে ৩ জন এবং ৫১/৫২/৫৪নং

বিবাদীপক্ষে ২ জন সাক্ষীর জেরা জবানবন্দি গ্রহন করা হইল। বাদীপক্ষ প্রদর্শনী-১-৬(গ)

১-৫ নং বিবাদীপক্ষ প্রদর্শনী-ক-ঘ পর্যন্ত এবং ৫১/৫২/৫৪ নং বিবাদীপক্ষে প্রদ-

ক(১), ক(২) দলিলাদি প্রদর্শিত হইল। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীগনকে শুনা হইল।

স্বীকৃত মতেই নালিশী ভূমির সি,আর, খতিয়ানের মালিক ছিল আমির উদ্দিন,

আমির উদ্দিনের নামে সিএস ৭, ১২২, ৩৮, ৪৯ নং খতিয়ান পৃথক ভাবে রেকর্ড হয়।

Amiruddin

বাদীপক্ষের দাবী হইল যে, বছর উদ্দিন ও নছর উদ্দিন ২৭-৩-১৯১০ইং তারিখের কবুলিয়ত মূলে সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী হইতে বন্দোবস্ত আনে। এবং আমির উদ্দিন ও ২৭-৩-১৯১৩ ইং সনের কবুলিয়ত মূলে ।।৫ গন্ডা ভূমি সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী হইতে বন্দোবস্ত আনে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সৈয়দ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী নালিশী ভূমি কি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল বাদীপক্ষ আরজির কোথাও উল্লেখ করেন নাই। না বাদীপক্ষ হইতে উক্ত দাবীর সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমা নাদি আদালতে আনে নাই। বাদীপক্ষ হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী নালিশী ভূমি কবুলিয়ত মূলে বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকারী ছিল উক্ত বিষয় প্রমানিত না হওয়ায় হোচ্ছাম হায়দর চৌধুরী হইতে ২৭-৩-১৯১৩ইং তারিখের কবুলিয়ত মূলে বছর উদ্দিন নছর উদ্দিন ও আমির উদ্দিন বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল উক্ত দাবী গ্রহন যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় নালিশী ভূমিতে সি আর খতিয়ান মূলে আমির উদ্দিন মালিক ছিল উহা প্রমানিত।

বাদীপক্ষ আরজির ৮র্থ দফায় উল্লেখ করেন যে, বছর উদ্দিনের মৃত্যুতে ১ স্ত্রী, ও ভ্রাতা নছর উদ্দিন মালিক থাকিয়া বছর উদ্দিনের স্ত্রীর প্রাপ্ত অংশ ১-৪ নং বাদীপনের

Hussain Haider
Amiruddin
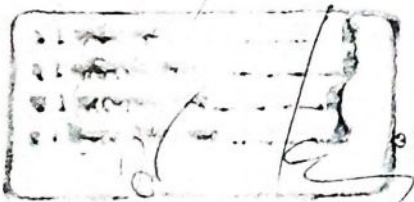
Basaruddin wife

পিতার নিকট বিক্রী করেন। বছর উদ্দিনের স্ত্রীর কি নাম ছিল এবং বছর উদ্দিনের স্ত্রী কোন সনের কোন তারিখের কোন দলিল মূলে ১-৪ নং বাদী গনের পিতার নিকট বিক্রী করিয়াছিল বাদীপক্ষ আরজির কোথাও উহা উল্লেখ করেন নাই। বাদীপক্ষ আরজির ৫ নং দফায় উল্লেখ করেন যে, ৬-১৬ নং বিবাদীগণ বছর উদ্দিনের ওয়ারিশ সূত্রে ১২। শতক ভূমিতে মালিক দখলকার থাকিয়া বাদীগনের নিকট বিভিন্ন কবলা মূলে বিক্রী করেন। নাছির উদ্দিনের ওয়ারিশ কোন তারিখের কোন দলিল মূলে বাদীগনের নিকট বিক্রী করিয়াছেন উল্লেখ করেন নাই, পাশাপাশি নালিশী ভূমিতে বছর উদ্দিনের মালিকানা প্রমানিত না হওয়ায় নাছির উদ্দিন এর ওয়ারিশ সূত্রে ৬-১৬ নং বিবাদীগণ বাদীগনের নিকট বিক্রীর দাবী গ্রহনযোগ্য নয়। বাদীপক্ষ আরজির ৮ নং দফায় উল্লেখ করেন যে, এলেমজান হইতে ৬ নং বাদী ৮-১-৭৬ ইং তারিখের দলিল মূলে ১২ শতক, এবং এলেম জানের দান সূত্রে ২ নাতি রুস্তম হক ও আঃ বারিক নাবালক পক্ষে তাহাদের পিতা সিরাজুল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত ১৫৬৬৩, ১৫৬৬৪, ১৫৬৬৫, ও ১৫৬৬৬ নং সাফ কবলা দলিল মূলে ১-৪ নং বাদীগণ .৬৪ শতক ভূমি খরিদ করে। এই ৬৪ হতে ৬ নং

বাদীও ১-৪নং বাদীগণ এমেমজান হইতে '৫৩ শতক জমিতে খরিদ সূত্রে মালিক
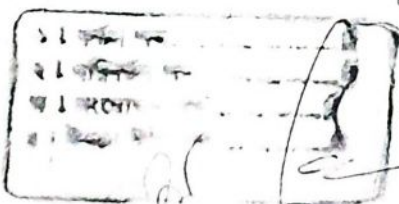
দখলকার বিদ্যমান হয় ও আছে। বাদীপক্ষ আরজির ৯নং দফায় উল্লেখ করেন যে,

আমির উদ্দিনের কন্যা কদেমা বিবি মা, ভাই, ভগ্নি ও স্বামী নছর উদ্দিনের ত্যাজ্য

বিত্তে মালিক দখলকার থাকাকালে ১-৪নং বাদীগণের পূর্ববর্তী আলী হোসেনের নিকট

৮-৪-৫০ইং তারিখের দলিল মূলে '৬ শতক ,২-৩-৫৪ইং তারিখের দলিল মূলে ১২

শতক এবং ১-৪ নং বাদীগণের নিকট ৪-৪-৭৭ইং তারিখের দলিল মূলে ২০ শতক ভূমি

একুনে ৩৮ শতক ভূমি বিক্রী করেন। কদেমা বিবি ৫ নং বাদীর নিকট ২০-২-৭৬ইং

তারিখের দলিল মূলে '২০ শতক, ৯-১১ নং বাদীর নিকট ১১-৩-৭৬ইং তারিখের

দলিল মূলে ১৬ শতক, ১৪-৪-৭৭ইং তারিখের দলিল মূলে '০৫ শতক, ৮ নং বাদীর

নিকট ৪-৩-৭৬ইং তারিখের দলিল মূলে ১২ শতক একুনে সর্বমোট '৯১ শতক জমি

বাদীগণের নিকট বিক্রী করিয়া দখল অর্পনে নিঃস্বত্ববান হয়। বাদীপক্ষ আরজির ৮ নং

দফায় উল্লেখ করেন এমেম জান ৬নং বাদীর নিকট ৮-১-৭৬ইং তারিখে ১২ শতক

এবং এমেমজান নাতি [illegible] হক ও আঃ বারিককে দান করিলে তাহাদের পিতা সিরাজুল

হক ১-৪ নং বাদীর নিকট বিক্রী করেন। যেহেতু এমেমজান নাতিদেরকে দান করায়
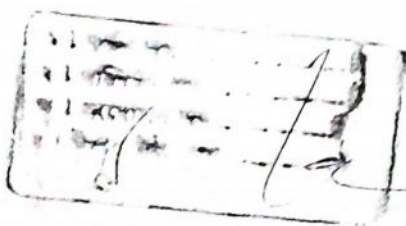
বিষয়টি প্রমানিত না হওয়ায়, পরবর্তীতে সিরাজুল হক কর্তৃক ১-৪নং বাদীগনের নিকট বিক্রীর দাবী গ্রহনযোগ্য নয়। বাদীপক্ষ আরজির ১০ নং দফায় উল্লেখ করেন যে, কুমিল্লা ৩য় মুনসেফী আদালতের ১৯৭৮ সনের ৭২ নং মোকদ্দমায় ৬নং মোসাবিনা বিবাদী ২.০০ একর সম্পত্তিতে মালিক হয়। ৬নং মোসাবিনা বিবাদী মাতার ওয়ারিশ সূত্রে ও সোলেনামার মর্ম মতে নালিশী ভূমি আন্দরে ১-৪নং বাদী গনের নিকট বিগত ১৬-২-৭৮ইং তারিখের দলিল মূলে ২০ শতক, ১৩-১৫ নং বাদীগনের নিকট ২৮-১-৭৮ইং তারিখের দলিল মূলে ২৬ শতক, ১৩-১৬ নং বাদীর নিকট ৯-১০-৭৭ ইং তারিখের দলিল মূলে ১২ শতক বিক্রী করেন। অত্র মোকদ্দমায় ৭৮/৭২ নং মোকদ্দমার কোন কাগজাদি না আসায় ৬নং বাদী কোন ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না উহা প্রমানিত না হওয়ায় পরবর্তীতে ৬নং বিবাদী ১-৪ নং বাদীগনের নিকট বিক্রীর দাবী গ্রহনযোগ্য নয়। বাদীপক্ষ আরজীর ১১ ও ১২ নং দফায় উল্লেখ করেন যে, নছর উদ্দিনের ওয়ারিশ মীর হোসেন বিভিন্ন দলিল মূলে বাদীগনের নিকট বিক্রী করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নালিশী ভূমিতে নছর উদ্দিনের মালিকানা প্রমানিত না হওয়ায় পরবর্তীতে নছর উদ্দিন এর ওয়ারিশগন বাদীগনের নিকট বিক্রীর দাবী গ্রহনযোগ্য নয়। বাদীপ
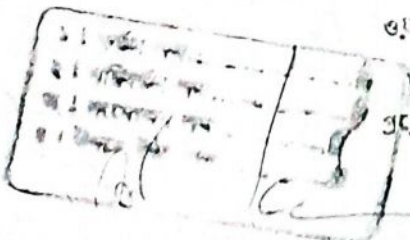
বাদীপক্ষ আরজির ১০ নং দফায় উল্লেখ করেন যে, আমির উদ্দিনের কন্যা কুলসুম ও তার কন্যা ১৯/২০ নং মো কাবিনা বিবাদীগণ বিগত ১৮-৩-৭৬ইং তারিখের ৩৩৫৫ নং সাফ কবলা দলিল মূলে বাদীগনের নিকট ১২শতক ভূমি বিক্রী করেন।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ দাবীর সমর্থনে ২ (ম) দাখিল করেন। বাদীপক্ষের দাখিলী ৩৩৫৫ নং দলিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত দলিলে দাতা হিসাবে ৩ জনের নাম উল্লেখ আছে। ১। চান্দ মিয়া ২। মরিয়ম বিবি ৩। হাজেরা বিবি। দলিল দাতা চান্দ মিয়াকে তার মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে বাদীপক্ষ আরজীর কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই। কাজেই বাদীপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী-২ (ম) ৩৩৫৫ নং দলিলের দাবী ও অস্পষ্ট। বাদীপক্ষ আরজির ৮নং দফায় এলেমজান ৬নং বাদীর নিকট ১২শতক জমি বিক্রী করেন বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ৯নং দফায় আমির উদ্দিনের কন্যা ফাতেমা বিবি বিভিন্ন তারিখের দলিল মূলে বাদীগনের নিকট সর্বমোট ৯১ শতক ভূমি বিক্রী করেন বলে উল্লেখ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অত্র মোকদ্দমায় আমির উদ্দিনের কন্যা ফাতেমা ও এলেমজান বর্ণনা দাখিল করে বাদীপক্ষের নিকট সম্পত্তি বিক্রীর বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাছাড়া অত্র মোকদ্দমার ১৭/১৮ নং
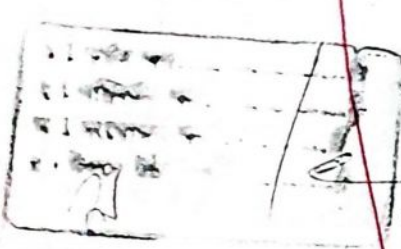
বিবাদীগণ অর্থাৎ ফাতেমা বিবি ও এলেমজান ১৪-১-৮৫ইং তারিখে এক সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্ত দিয়া উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারীগণ বাদীগণের নিকট কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে নাই এবং আরজির উল্লেখিত কোন কবলা দলিল সম্পাদন করে নাই ও রেজিষ্ট্রি করিয়া দেয় নাই, বাদীপক্ষ দরখাস্তকারী দিগকে দাতা দেখাইয়া যে সমস্ত দলিল আদালতে দাখিল করিয়াছে এর সব কয়টিই জাল বটে। দরখাস্তকারিনী গণ সবকয়টা দলিলই তাহাদের স্বীকৃত টিপের স্বাক্ষর এক্সপার্ট দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করিবে বিধায় বাদীপক্ষের দাখিলীয় সব কয়টা দলিলই safe custody of the court রাখার এবং বাদী পক্ষ যাহাতে কোন দলিল উঠাইয়া নিতে না পারে তমর্মে আদেশ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাদীপক্ষের দলিল দাতা ফাতেমা বিবি বিগত ৬-৯-৮৬ইং তারিখে এক এফিডেভিট দাখিল করিয়া দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, "বাদীপক্ষ ফিরিস্তিযুক্ত কতিপয় দলিল আদালতে দাখিল করিয়াছে, ঐ দলিলাত হইতে দেখা যায় যে, বাদীগণ অন্যায় মতে দরখাস্তকারী দিগের সম্পত্তি গ্রাস করার মানসে ১৮নং বিবাদিনীর টিপ জাল করিয়া তাহাকে দাতা সাজাইয়া বাদীগণ ৮টি দলিল এবং ১৭নং বিবাদিনীর টিপ
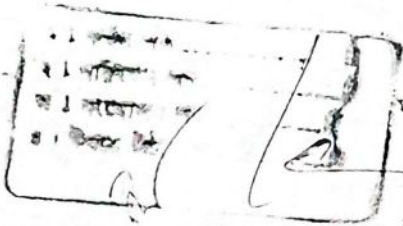
জাল করিয়া ২ টি দলিল সৃজন এবং তাহা false personation মূলে রেজিষ্টারী করাইয়া রাখিয়াছে। বাদীগনের নিকট দরখাস্তকারিনী গণ কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে নাই এবং ঐ দলিলাত সম্পাদন করে নাই। এই মোকদ্দমা দাখিলের পূর্বে বাদী গণ আর কখনও ঐ দলিলের বিষয় প্রকাশ করে নাই ঐ সমস্ত দলিলাত সম্পূর্ণ জাল বটে। এবং উক্ত দলিলের সম্পাদনের টিপ এক্সপার্ট দ্বারা পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক এবং দরখাস্তে বাদী পক্ষের জাল দলিলাদির বর্ণনা দেন। দরখাস্ত বর্ণিত দলিলের মধ্যে যাহা বাদীপক্ষ প্রদর্শনী-২, ২ (চ), ২ (ছ), ২ (জ), ২ (ঝ), ২ (ঞ), ২ ~~(ক)~~ন) দাখিল করেন।

বাদীপক্ষের দাবীকৃত দলিলগুলির দলিল দাতাগণ সম্পাদনের বিষয় এফিডেবিট দিয়া, সত্যপাঠ যুক্ত দরখাস্ত দিয়া, বর্ণনা দিয়ে অস্বীকার করা সত্ত্বেও বাদী পক্ষ হইতে উক্ত দলিলের দাতা এরেমজান এবং ফাতেমা বিবি বাদী পক্ষের দাখিলী দলিলগুলি সম্পাদন করিয়াছেন উক্ত বিষয় প্রমানের জন্য কোন হস্তরেখা বিশারদের নিকট প্রেরণ করেন নাই কিংবা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। বাদী পক্ষের উক্ত নিরবতার দ্বারা বাদীপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী-২(চ), ২ (ঃ) ১, ২ (ছ), ২ (জ), ২(ঝ), ২ (ঞ) উক্ত দলিলগুলি

D17/18

দ্বারা নালিশী ভূমি খরিদের দাবী বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দখল সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাদী পক্ষের ৩ নং সাক্ষী ছালেহ আহমদ জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, আমার বাড়ী খাজুরা মৌজায়, ২.৭২ শতক ভূমি নিয়া মোকদ্দমা, নালিশী ভূমি বাদীরা দখল করে। নালিশী ভূমির রকম পুকুর, বাড়ী, নাল। বাড়ীতে বাদীরা বসবাস করে। বাদীপক্ষের ৪ নং সাক্ষী আলী মিয়া জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, আমি এই মামলার বাদী, বিবাদী ও নালিশা জমি চিনি। আমার বাড়ী জয়কান্দা মৌজায়। জয়কান্দা মৌজার ৪ $\frac{১}{২}$ আনি জমি নিয়ে মোকদ্দমা। নালিশী ভূমি বাদীরা দখল করে। বাদীরা খরিদ সূত্রে মালিক। বাদীগণের আগে উসমান আলী গং দখল করিত। বাদীপক্ষের ৫ নং সাক্ষী জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, আমি এই মামলার বাদী বিবাদী ও নালিশী ভূমি চিনি। আমার বাড়ী রায়পুর মৌজায়। ৩ টি মৌজার জমি নিয়ে মামলা। রায়পুর মৌজার ৪ $\frac{১}{২}$ আনি জমি নিয়ে মামলা। নালিশী ভূমি বাদীরা দখল করে। বিবাদীরা কখনও নালিশী ভূমি দখল করে নাই। এখনও করে না।

সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাদী পক্ষের কোন সাক্ষীই বাদী পক্ষের দাবীকৃত ৫.১০ শতক ভূমিতে দখলে আছে উল্লেখ করেন নাই।
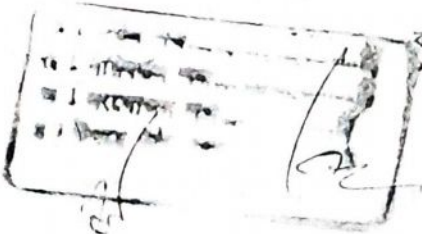
উপরন্তু বাদীপক্ষের ৩ নং সাক্ষী বাদীপক্ষ ২.৭২ শতক ভূমি নিয়া মোকদ্দমা করেন বলে উল্লেখ করেন। বাদীপক্ষের ৩ নং সাক্ষী কতটুকু ভূমি নিয়া মোকদ্দমা হইয়াছে উক্ত বিষয় জ্ঞাত না থাকায় দখল সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার প্রশ্নই আসে না। বাদীপক্ষের xxxxxxxx বিজয় চৌধুরী [illegible] জবানবন্দী কালে উল্লেখ করেন যে, ১ নং বিবাদী জেরায় বাদীপক্ষের দখল স্বীকার করেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদীপক্ষের ১ নং সাক্ষী জেরায় উল্লেখ করেন যে, নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষের ৪ টি ঘর আছে, জোর পূর্বক উঠাইয়াছে ৪ টি ঘরের মধ্যে বাদীরা বসবাস করিতেছে, পরিবার পরিজন নিয়ে বাদীরা বসবাস করিতেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১ নং বিবাদী জেরায় বাদীপক্ষের দখল স্বীকার করিলেও বাদীপক্ষ জোর পূর্বক ৪ টি ঘর উঠাইয়াছে বলে উল্লেখ করেন। নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ প্রমাণিত না হওয়ায় বাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে বেআইনী দখলকার বলে অত্রাদালত মনে করেন।

বাদীপক্ষ আরজির ১ম প্রার্থনায় নালিশী ২য় তপছিলের ৫.০০ শতক ভূমিতে স্বত্ব থাকা মর্মে ঘোষণা পাওয়ার প্রার্থনা করেন। বাদীপক্ষ বিভিন্ন দলিল মূলে আরজির ১ম

প্রার্থনায় ৫.৩০ শতক ভূমিতে স্বত্ব ঘোষনার দাবী করিলেও বাদীপক্ষ প্রার্থীত ৫.৩০ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ দখল প্রমানে ব্যর্থ হন। বাদীপক্ষ আরজির ১৮ নং দফায় উল্লেখ করেন যে, বাদীগণ উক্ত জাল কবলার বিষয় মোকাম কুমিল্লার ৪র্থ মুনসেফী আদালতের ৩০৫/৮১ মোকদ্দমা যাহা বর্তমানে লাকসাম মুনসেফী আদালতে বিচারাধীন আছে তাহা বিগত ২৮-১১-৮৩ইং তারিখে জানিতে পারিয়াছেন এবং উক্ত তারিখ হইতে অত্র মোকদ্দমার কারন উপজাত হয়। কাজেই বাদীপক্ষের স্বত্ব কেহ অস্বীকার না করায় বাদীপক্ষ স্বত্ব ঘোষনার ডিক্রী পাইতে পারে না, । পাশাপাশি নালিশী ৫.৬০ শতক ভূমিতে বাদীপক্ষ তাদের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল প্রমানে ব্যর্থ হওয়ায় স্বত্ব ঘোষনার ডিক্রী পাইতে পারে না।

৫১/৫২/৫৪ নং বিবাদীপক্ষের দাবী হইল যে, কুলসুম এর ওয়ারিশ হইতে বিগত ১৭-৫-৮০ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত কবলা মূলে ৫১/৫২ নং বিবাদী ১২ শতক ভূমি খরিদ করেন। পরবর্তীতে ৫১/৫২ নং বিবাদী তাদের খরিদা হাহাম প্রাপ্ত ভূমিতে মালিক দখলকার থাকিয়া ২৩-১২-৯৫ইং তারিখের কবলা মূলে ৪ শতক ভূমি উত্তরকারী ৫৪ নং বিবাদীর নিকট বিক্রী করেন। ৩য় সাবজজ আদালতের দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং

মোকদ্দমায় এই বিবাদীগণ তাহাদের প্রার্থনা করিলে আদালত হইতে ১২ শতক ভূমিসহ অলরাশের ভুমিতে হাহাম প্রাপ্ত হন। দাবীর সমর্থনে এই বিবাদীগণ প্রদর্শনী-ক১, ক২ দাখিল করেন।

T. S. 78/81

বাদী পক্ষ আরজির প্রার্থনার ২য় দফায় কুমিল্লার ৩য় সাবজজ আদালতের দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং বন্টনের মামলার বিগত ২৬-৮-৮৪ইং তারিখের প্রাথমিক ডিক্রী ও ৭-৮-৮৫ইং তারিখের চূড়ান্ত ডিক্রী পন্ড, বাতিল, অকার্যকরী মর্মে ঘোষনার প্রার্থনা করেন বাদী আরজির প্রার্থনা অংশের ৩য় দফায় ৩-৬-৬৯ইং তারিখের ৫০৪২ নং দলিল এবং ১৪-১২-৬৮ইং তারিখের ৮০৫৬ নং দলিল দুইটি জাল, বানোয়াট, তঞ্চকী ঘোষনার প্রার্থনা করেন। আরজির প্রার্থনা অংশের ৪র্থ দফায় ১৭-৫-৮০ইং তারিখের ৬৪০৪, ২৩-১২-৯৫ইং তারিখের ১৮৬৫২ নং কবলা পন্ড, বাতিল, অকার্যকরী মর্মে ঘোষনার প্রার্থনা করেন। দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার নথি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমাটি বিগত ২৬-৮-৮৪ইং তারিখে মোতরফা সূত্রে ডিক্রী হয়। বাদী পক্ষ প্রার্থনার ৩য় অংশের ৩-৬-৬৯ইং তারিখের

৫ ০৪২, ১৪-১২-৬৮ইং তারিখের ৮০৫৬ নং দলিল মূলে, তফসীল, উক্ত দাবীর কারনে দেং ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার রায় ডিক্রী বাতিলের প্রার্থনা করেন। দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার ১ নং বিবাদী ফাতেমা বিবি বর্ণনা দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, আমির উদ্দিনের কন্যা ১ নং বিবাদিনী নালিশী জোতে মালিক দখলকার হইয়া ১/২ নং বিবাদীগণ উভয়ে ১৪-১২-৬৮ইং তারিখের সম্পাদিত ও রেজিষ্টিকৃত দলিল মূলে ১.৪৫ শতক ভূমি এবং ৩-৬-৬৯ ইং তারিখের সম্পাদিত ও রেজিষ্টিকৃত সাফ কবলা দলিল মূলে ৩.৬৭ শতক ভূমি ১,২,৩ নং বাদীগণের নিকট বিক্রী করেন। বাদীগণ তাদের খরিদা ভূমিতে মালিক দখলকার বিদ্যমান আছে। দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার ১,২,৩ নং বাদীগণ অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমার ১-৩ নং বিবাদীর নিকট বিক্রী: বিষয় দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার ১ নং বিবাদী ফাতেমা বিবি স্বীকার করেন।

পক্ষান্তরে বিবাদীপক্ষের দাবী হইল যে, ১৭/১৮ নং বিবাদীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কবলাদির চৌদ্দগ্রাম সাব রেজিষ্টি অফিসে রেজিষ্টি হইয়াছিল। উত্তরকারী বিবাদীগণ মূল দলিল হারাইয়া ফেলিলে দলিলের সই মুহুরী নকল গ্রহন করিয়াছিল। কিন্তু বিগত
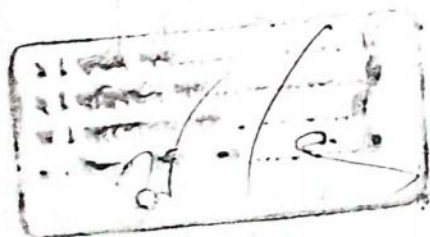
সংগ্রামের সময় চৌদ্দগ্রাম এস,আর, অফিসের নথিপত্র ও বালাম বই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উত্তরকারী বিবাদীগণের উপরোক্ত সহিমোহর নকলের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া পড়ায় ১৭/১৮ নং বিবাদীগণ তাহাদের পূর্ব বিক্রী স্বীকারে বিগত ১৭-২-৮৩ইং তারিখে ১/৪/৫ নং বিবাদীগণ বরাবরে এক নাদাবী মুক্তিপত্র এবং ১৮ নং বিবাদীনি ১-৩ নং বিবাদীগণ বরাবরে ১৬-২-৮৩ইং তারিখে অপর এক নাদাবী মুক্তিপত্র সম্পাদন ও রেজিষ্টি করিয়া দেন। উক্ত দাবীর সমর্থনে ১-৫ নং বিবাদীপক্ষ প্রদর্শনী-ক, ও প্রদর্শনী-খ দাখিল করেন। প্রদর্শনী ক ও খ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, দলিল দাতা ফাতেমা বিবি ও এলেমজান পূর্ব বিক্রীর বিষয় স্বীকার করিয়া উক্ত নাদাবী মুক্তিপত্র রেজিষ্টি করিয়াছেন। তাছাড়া বাদীপক্ষের দলিলের দাতা ফাতেমা বিবি ৬-৯-৮৬ইং তারিখে এফিডেবিট দিয়া অত্র মামলায় বাদীপক্ষের দাখিলী দলিলগুলি সম্পূর্ণ জাল বলিয়া উল্লেখ করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমায় অত্র মামলার বাদীগণ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১ অর্ডারের ১০ রুলের বিধান মতে মোকদ্দমায় পক্ষ হইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত দিলে উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। উক্ত নামঞ্জুর আদেশের বিরুদ্ধে অত

মোকদ্দমার বাদীগণ মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করিলে মহামান্য হাইকোর্ট হইতে উক্ত রিভিশন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমায় অত্র মামলার বাদীগনের নালিশী ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব স্বার্থ আছে দাবী করিয়া পক্ষভুক্তির দরখাস্ত দিয়াছিলেন এবং উক্ত পক্ষভুক্তির দরখাস্ত ৩য় সাবজজ আদালত ও মহামান্য হাইকোর্ট পর্যন্ত নামঞ্জুর হওয়ায় পরবর্তীতে বাদীপক্ষ দেওয়ানী ২/২০০৪ নং মোকদ্দমা অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমা দায়ের করার কোন আইনানুগ ভিত্তি ছিল না। এমতাবস্থায় বর্তমান আকারে অত্র মোকদ্দমা রক্ষনীয় নয়।

বাদীপক্ষ আরজির প্রার্থনা অংশের ৩য় ও ৪র্থ, ৫ম তফসিলের ৩-৬-৬৯ ইং তারিখের ৫০৪২ ও ১৪-১২-৬৮ইং তারিখের ৮০৩৬ নং দলিল এবং ১৭-৫-৮০ইং তারিখের ৬৪০৪ নং ও ২৩-১২-৯৫ইং তারিখের ১৮৬৫২ নং দলিল ভ্রান, তঞ্চক ঘোষনা ও দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার প্রাথমিক ডিক্রী ও ফাইনাল ডিক্রী বাতিলের প্রার্থনা করেন। উপরোক্ত আলোচনায় যেহেতু বাদীপক্ষের অত্র মামলার নালিশী ভূমিতে

স্বত্ব দখল প্রমানিত হয় নাই। এমতাবস্থায় বাদীপক্ষ দেওয়ানী ৭৮/৮১ নং মোকদ্দমার

প্রাথমিক ও ফাইনাল ডিক্রী এবং দলিলাদি চ্যালেঞ্জ করার কোন আইনানুগ ভিত্তি নাই।

উপরোক্ত আলোচনায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় স্বত্ব স্বার্থ ও দখল প্রমানে ব্যর্থ হওয়ায় প্রার্থীত

মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং উভয়পক্ষের দাখিলী কাগজাদি, সাক্ষ্য প্রমানাদি

পর্যালোচনা করে অত্রাদালত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, বাদীপক্ষ মোকদ্দমা প্রমানে ব্যর্থ

হইয়াছে। ফলে ধার্য্য বিচার্য্য বিষয়গুলি বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে গৃহীত হইল।

কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ হইল যে,

অত্র দেওয়ানী মোকদ্দমাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১-৫ ও ৫১,৫২,৫৪ নং বিবাদীগনের

বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে বিনা খরচায়

বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত,

স্বাঃ অনিমা বালা সাহা,

১৪-৫-০৬

যুগ্ম জেলা জজ,

২য় আদালত, কুমিল্লা।

স্বাঃ অনিমা বালা সাহা,

১৪- ৫-০৬ইং

যুগ্ম জেলা জজ,

২য় আদালত, কুমিল্লা।